আল-আদাবুল মুফরাদ

[প্রথম খণ্ড]

প্রকাশনায়

পথিক প্রকাশন

[পথ পিপাসুদের পাথেয়]

আল-আদাবুল মুফরাদ

[প্রথম খণ্ড]

মূল

ইমাম বুখারি রাহিমাহুল্লাহ

তাহকিক

শাইখ নাসিরুদ্দীন আলবানি রাহিমাহুল্লাহ
শাইখ শুআইব আরনাউত রাহিমাহুল্লাহ

অনুবাদ

সাইফুল্লাহ আল মাহমুদ

প্রকাশনায়

পথিক প্রকাশন

আল-আদাবুল মুফরাদ [প্রথম খণ্ড]
মূল : ইমাম বুখারি রাহিমাহুল্লাহ
অনুবাদ : সাইফুল্লাহ আল মাহমুদ
প্রুফ : মোহাম্মদ আল আমীন

প্রকাশক : মো. ইসমাইল হোসেন

গ্রন্থস্বত্ব : প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রকাশনায়

পথিক প্রকাশন
১১ ইসলামি টাওয়ার, ৩য় তলা, দোকান নং- ৩৯, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।
মোবাইল: ০১৯৭৩-১৭৫৭১৭, ০১৮৫১-৩১৫৩৯০
www.facebook.com/pothikprokashon
Email: pothik1prokashon@gmail.com

প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর ২০২১

প্রথম সংস্করণ : এপ্রিল ২০২৩

বইমেলা পরিবেশক : প্রিতম প্রকাশ

প্রচ্ছদ : সিদ্দিক মামুন

অনলাইন পরিবেশক
rokomari.com
wafilife.com
bookriver.com.bd
pothikshop.com
islamicboighor.com
islamiboi.net
ruhamashop.com
raiyaanshop.com

দুই খণ্ড একত্রে মূল্য : ১১০০/-

অর্পণ

আমার সম্মানিত আসাতিযায়ে কেরামের প্রতি।
আল্লাহ তাআলা তাদের নেক হায়াত দান করুন এবং
জান্নাতে নবিজির প্রতিবেশী হওয়ার তাওফিক দান করুন।

কিছু কথা

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্য। সালাত ও সালাম প্রিয়তম হাবিব মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তাঁর পরিবার-পরিজন এবং সাহাবাগণের ওপর।

মানবজীবনে আদব বা শিষ্টাচার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আদর্শ ও সুশৃঙ্খল সমাজ গঠনে শিষ্টাচারের গুরুত্ব অপরিসীম। উত্তম চরিত্র, ভালো ব্যবহার ও সুসভ্য জাতিগঠনের সর্বোত্তম উপায় ও উপকরণ রয়েছে পবিত্র কুরআন ও হাদিসে নববিতে। আহার-পানীয় গ্রহণে, অন্যের সঙ্গে কুশল বিনিময়ে, সালাম আদান-প্রদানে, অনুমতি গ্রহণে, ওঠা-বসা, কথা বলা, দুআ-মুনাজাত, আনন্দ ও শোকপ্রকাশ প্রভৃতি ক্ষেত্রে মুমিনের আচরণ কীরূপ হবে, তার সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে ইসলামে। কোনো মুসলিম কাঙ্ক্ষিত মানের ও সুসভ্য মানুষরূপে গড়ে উঠবে এবং নিজেকে অন্যান্য জাতি অপেক্ষা ভিন্ন বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করতে সক্ষম হবে তখনই, যখন ইসলামি শিষ্টাচারের সুষমাকে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ও পার্থিব জীবনের সকল দিক ও বিভাগে ফুটিয়ে তুলতে পারবে। তাই মানবজীবনে শিষ্টাচার অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায়।

আজ থেকে ১৪০০ বছর আগে আদব-আখলাক, আচার-আচরণ ও দৈনন্দিন জীবনের ব্যাপারে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দিক-নির্দেশনা দিয়ে গেছেন। আজ আমরা নববি আদর্শ ও তাঁর দিক-নির্দেশনা ভুলে গিয়েছি। ফলে আমরা এবং আমাদের প্রজন্ম নববি পথ থেকে ছিটকে পড়ে পশ্চিমাদের আচরণে নিমজ্জিত হচ্ছি। তাই তো আমাদের জীবন হয়ে যাচ্ছে অন্ধকারাচ্ছন্ন ও অভিশপ্ত।

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আদব-আখলাক, আচার-আচরণ ও বিবিধ বিষয় নিয়ে ইমাম বুখারি রাহিমাহুল্লাহ রচনা করেছেন ***আল-আদাবুল মুফরাদ*** নামক একটি বিখ্যাত গ্রন্থ। কালজয়ী এই গ্রন্থটি বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ভাষায় ভাষান্তরিত হয়েছে। তারই ধারাবাহিকতায় আল্লাহ তাআলার অশেষ মেহেরবানিতে বাংলাভাষীদের জন্য এই মূল্যবান গ্রন্থটির বাংলা অনুবাদ শেষ করতে পেরেছি। মূল আরবি বইটি এক খণ্ডে প্রকাশিত হলেও আমরা পাঠকের সুবিধার্থে দুই খণ্ডে বিভক্ত করেছি। প্রথম খণ্ড আমি (সাইফুল্লাহ আল মাহমুদ) অনুবাদ করেছি এবং দ্বিতীয় খণ্ড অনুবাদ করেছেন শ্রদ্ধেয় আম্মার মাহমুদ ভাই। প্রথমত এই বইটি আমি আমার জন্যই অনুবাদ করেছি বলে মনে করি, আমার আদব-আখলাক যেন নববি আখলাকের মতো হয়ে যায়। সে কারণে বলতে পারি, আমিই প্রথম এর উপকার

হাসিলকারী ও প্রথম পাঠক। আল্লাহর কাছে তাওফিক কামনা করছি, আল্লাহ তাআলা যেন এ বইটির মাধ্যমে আমাদের আচরণ নববি আচরণের মতো করে দেন। আমিন।

অনূদিত গ্রন্থে যেসব নীতিমালা অবলম্বন করা হয়েছে, সেগুলো পাঠক-সমীপে পেশ করছি :

১. বারাকাহের জন্য হাদিসের মূল আরবি পাঠকে পূর্ণ সনদ সহকারে উল্লেখ করেছি। আর অনুবাদের ক্ষেত্রে উপস্থাপনা সরল করতে পূর্ণ সনদকে পরিহার করে কেবল শেষোক্ত জনের নামটি রেখেছি, যেন দীর্ঘ সনদ পাঠে পাঠক ক্লান্ত না হয়ে পড়ে।

২. সংক্ষিপ্তাকারে ইমাম বুখারি রাহিমাহুল্লাহর জীবনী যুক্ত করে দিয়েছি।

৩. গ্রন্থটি অনুবাদ করার ক্ষেত্রে আমরা কয়েকটি নুসখা থেকে সহায়তা নিয়েছি :

ক. শাইখ নাসিরুদ্দীন আলবানি রাহিমাহুল্লাহর তাহকিককৃত *দারু ইবনুল জাওযি-কাহেরা* থেকে প্রকাশিত নুসখাকে সামনে রেখে অনুবাদ করেছি।

খ. শাইখ ফুআদ আবদুল বাকি-এর তাহকিককৃত *দারুল বাশাইর আল ইসলামিয়া-বৈরুত* থেকে প্রকাশিত নুসখা, যেটি মাকতাবায়ে শামেলাতে পাওয়া যায়, এখান থেকে হাদিসের আরবি পাঠের সাহায্য নিয়েছি।

গ. শাইখ সুমাইর ইবনু আমিন কর্তৃক তালিককৃত নুসখা, যেটি *দারু ইবনু হাযম* থেকে প্রকাশিত হয়েছে। এখান থেকে তাখরিজের সহযোগিতা নিয়েছি।

ঘ. শাইখ আলবানি রাহিমাহুল্লাহর তাহকিককৃত *দারুস সিদ্দিক* থেকে প্রকাশিত নুসখাকেও সামনে রেখেছি।

তাহকিক ও তাখরিজ

আমরা প্রতিটি হাদিসের তাহকিক ও তাখরিজ করার সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছি। সেক্ষেত্রে শাইখ আলবানি রাহিমাহুল্লাহর তাহকিককৃত নুসখাগুলোকে সামনে রাখার সাথে সাথে *আল-আদাবুল মুফরাদ*-এর যেসব হাদিস শাইখ শুআইব আরনাউত রাহিমাহুল্লাহর তাহকিককৃত মুসনাদু আহমাদ, সুনানু আবি দাউদ, সুনানু ইবনি মাজাহসহ বিভিন্ন কিতাবে পাওয়া যায়, সেগুলোর তাহকিক উল্লেখ করার চেষ্টা করেছি। (কারণ, শাইখ শুআইব আরনাউত রাহিমাহুল্লাহ পৃথকভাবে *আল-আদাবুল মুফরাদ*-এর কোনো তাহকিক করেননি।) বিশেষত শাইখ আলবানি রাহিমাহুল্লাহ যে হাদিসগুলোকে দুর্বল বলে আখ্যায়িত করেছেন, সেগুলোকে

শাইখ শুআইব আরনাউত রাহিমাহুল্লাহর তাহকিকের সাথে মিলিয়ে নিরীক্ষণ করেছি।

হাদিসের কিছু পরিভাষা

উলুমুল হাদিস আসলে অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও স্পর্শকাতর একটি শাস্ত্র। শাস্ত্রীয় আলাপ শাস্ত্রজ্ঞ ছাড়া বোঝা মুশকিল। তারপরও আমরা পাঠকের সুবিধার্থে কয়েকটি পরিভাষা পাঠক-সমীপে পেশ করছি, যাতে সাধারণ পাঠক হাদিসের মানের ব্যাপারে কিছুটা ধারণা পেতে পারেন।

১. **সনদ** : সনদ হলো বর্ণনাসূত্র—যে সূত্রপরম্পরায় গ্রন্থ সংকলনকারী পর্যন্ত হাদিসটি পৌঁছেছে, তাকে সনদ বলা হয়। এতে স্তর অনুযায়ী হাদিস বর্ণনাকারীদের নাম একের পর এক সজ্জিত থাকে।

২. **মতন** : হাদিসের মূল কথা ও তার শব্দসমষ্টিকে মতন বলে।

৩. **মারফু** : যে হাদিসের সনদ (বর্ণনাপরম্পরা) রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছেছে, তাকে মারফু হাদিস বলে।

৪. **মাওকুফ** : যে হাদিসের বর্ণনাসূত্র উর্ধ্ব দিকে সাহাবি পর্যন্ত পৌঁছেছে, অর্থাৎ যে সনদসূত্রে কোনো সাহাবির কথা বা কাজ বা অনুমোদন বর্ণিত হয়েছে, তাকে মাওকুফ হাদিস বলে। এর অপর নাম আসার।

৫. **মাকতু** : যে হাদিসের সনদ কোনো তাবিয়ি পর্যন্ত পৌঁছেছে, তাকে মাকতু হাদিস বলা হয়।

৬. **সহিহ** : যে মুত্তাসিল হাদিসের সনদে উল্লিখিত প্রত্যেক বর্ণনাকারীই পূর্ণ আদালত ও জাবত-গুণসম্পন্ন এবং হাদিসটি যাবতীয় দোষ-ত্রুটি মুক্ত, তাকে সহিহ হাদিস বলে।

৭. **হাসান** : যে হাদিসের কোনো বর্ণনাকারীর জাবতের গুণে পরিপূর্ণতার অভাব রয়েছে, তাকে হাসান হাদিস বলা হয়। ফিকহবিদগণ সাধারণত সহিহ ও হাসান হাদিসের ভিত্তিতে শরিয়তের বিধান নির্ধারণ করেন।

৮. **জয়িফ** : যে হাদিসের বর্ণনাকারী কোনো হাসান হাদিসের বর্ণনাকারীর মতো গুণসম্পন্ন নন, তাকে জয়িফ হাদিস বলে।

৯. **জয়িফ জিদ্দান** : যে হাদিসটি দুর্বল হওয়ার একাধিক কারণ পাওয়া যায়, অথবা রাবি অত্যন্ত দুর্বল হয়, তাকে জয়িফ জিদ্দান বলা হয়।

১০. **মুনকার** : দুর্বল রাবি কর্তৃক গ্রহণযোগ্য রাবির বিপরীত বর্ণনাকে মুনকার বলে।

১১. **মুবহাম** : যে হাদিসের সনদে কোনো একজন রাবিকে উল্লেখ করা হয়নি, তাকে মুবহাম বলে।

১২. **মুদাল** : সনদে ক্রমান্বয়ে দ্বিতীয় ও তৃতীয় বা তারও অধিক রাবি বিলুপ্ত হলে তাকে মুদাল বলে।

১৩. **মুদাল্লাস** : যে হাদিসের রাবি নিজের প্রকৃত শাইখের নাম উল্লেখ না করে তার ওপরস্থ শাইখের নামে এভাবে বর্ণনা করেন, যাতে মনে হয়, তিনি নিজেই ওপরস্থ শাইখের নিকট থেকে শুনেছেন—এরূপ হাদিসকে মুদাল্লাস হাদিস এবং এরূপ করাকে 'তাদলিস', আর যিনি এইরূপ করেন তাকে মুদাল্লিস বলা হয়।

১৪. **মুরসাল** : যে হাদিসে সাহাবির নাম বাদ পড়েছে এবং তাবিয়ি সরাসরি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছে, তাকে মুরসাল হাদিস বলে।

১৫. **মুনকাতি** : যে সনদের মধ্যভাগ থেকে একজন রাবি বা বিচ্ছিন্নভাবে একাধিক রাবি বাদ পড়ে, তাই মুনকাতি।

১৬. **মাওজু**: যে হাদিসের বর্ণনাকারী জীবনে কখনও ইচ্ছাকৃতভাবে নবিজির ওপর মিথ্যা কথা রটনা করেছে বলে প্রমাণিত হয়েছে, তার বর্ণিত হাদিসকে মাওজু হাদিস বলে।

আল্লাহ তাআলা আমাদের ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করুন। এ ক্ষুদ্র প্রয়াসটুকু কবুল করুন। প্রিয় নবিজির প্রতিটি হাদিসকে যথাযথভাবে উপলব্ধি করার তাওফিক দান করুন।

সবশেষে বলব, বইটি ত্রুটিমুক্ত রাখতে আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছি। তাই যদি কোথাও কোনো ভুল বা অসংগতি পাঠকের দৃষ্টিগোচর হয়, অনুগ্রহপূর্বক অবহিত করলে আমরা পরবর্তী সংস্করণে অবশ্যই পরিবর্তন করব ইনশাআল্লাহ।

বিনীত

সাইফুল্লাহ আল মাহমুদ
মীরহাজিরবাগ, যাত্রাবাড়ি, ঢাকা।
২২-০৮-২০২১ খ্রি.

প্রকাশকের কথা

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্য, যিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং অজস্র নিয়ামত দান করেছেন। ছোট থেকে ছোট সবকিছুতেই তাঁর করুণা নিহিত রয়েছে। দুরুদ ও শান্তি বর্ষিত হোক প্রিয়তম নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর, যিনি গোটা জীবনকে ইসলামের জন্য বিলিয়ে দিয়েছেন। শান্তি বর্ষিত হোক সালাফ ও খালাফ এবং সব মুমিনের ওপর।

মানুষ সামাজিক জীব। সৃষ্টিকুলের শ্রেষ্ঠ জাতি হচ্ছে মানুষ। মানুষ সত্যিকার অর্থেই মানুষ কি না, সে পরিচয়টা নির্ভর করে তার আচরণ ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের ওপর। সৎ চরিত্র, আখলাকে হাসানাহ, নববি আচরণ মানবজীবনের সবচেয়ে বড় সম্পদ। চলনে-বলনে যদি কেউ নববি আদর্শ মেনে চলতে পারে, তা হলে সে হলো পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, যার কোনো তুলনা হয় না।

পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার, সুন্দরভাবে কথা বলা, গালি না-দেওয়া, দান করা, পরহিতৈষী হওয়া, সবর, সততা, স্পষ্টভাষী, শান্তভাব, লজ্জাশীলতা, বীরত্ব, বিনয়ী হওয়া, ধীর-স্থিরতা, দৃঢ়তা, ন্যায়বিচার, হেকমত বা কৌশল কিংবা বিজ্ঞতা, অপরের প্রতি সুধারণা পোষণ, অন্যকে সহযোগিতা করা, অপরের প্রতি সহনশীল হওয়া, সময়নিষ্ঠ হওয়া, সমবেদনাবোধ জাগ্রত রাখা, পরিমিত রসিকতা করা, মহত্ত্ব প্রদর্শন, ভদ্রতা, ভাবগাম্ভীর্য, মহানুভবতা, ওয়াদা পূরণ, উচ্চাকাঙ্ক্ষা, কর্মোদ্যম, অল্পেতুষ্টি, ইহসান বা দয়া প্রদর্শন, আমানতদারিতা বজায় রাখা, জবানের হেফাজত করা, তাওবা বা ভুল হলে তা থেকে ফিরে আসা, গোপনীয়তা রক্ষা করা, ক্ষমা করা, দুআ-মুনাজাত ইত্যাদি সবই আখলাকে হাসানাহ বা উত্তম চরিত্র ও নববি বৈশিষ্ট্য।

নববি ভাববোধ মানবজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই সুগন্ধি ছড়ায়, অন্ধকারকে আলোকিত করে, অসুন্দরকে সুন্দর করে। তাই আমাদের উচিত নিজেদের আখলাককে নববি আদর্শে সুসজ্জিত করে তোলা। নববি আদর্শ এবং উত্তম আখলাক ও চরিত্রের বিবিধ বিষয় নিয়ে চমৎকার একটি গ্রন্থনা হচ্ছে—***আল-আদাবুল মুফরাদ।***

যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ইমাম বুখারি রাহিমাহুল্লাহ এই গ্রন্থ রচনা করেছেন। ইমাম বুখারি রাহিমাহুল্লাহর এই কিতাবটি বিশ্বের সব জায়গাতেই সমানভাবে সমাদৃত হয়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে। তারই ধারাবাহিকতায় আমরা বইটি অনুবাদ করার সিদ্ধান্ত নিই। আলহামদুলিল্লাহ, আমরা বইটি অনুবাদ করে আপনার করকমলে পরিবেশন করলাম।

বইটি অনুবাদ করেছেন শ্রদ্ধেয় প্রিয় উস্তায সাইফুল্লাহ আল মাহমুদ ও মাওলানা আম্মার মাহমুদ ভাই। অনুবাদের পাশাপাশি নিপুণ হাতে তারা প্রতিটি হাদিসের তাহকিক ও তাখরিজ করেছেন। হাদিসের মানের ক্ষেত্রে হাদিস শাস্ত্রের কঠিন কাজগুলো এই দুই উস্তায করেছেন। প্রয়োজনে কোথাও কোথাও নোট এবং টীকা যুক্ত করে বইটি আরও চমৎকার করে সাজিয়ে তুলেছেন। আল্লাহ তাদের উত্তম বিনিময় দান করুন। আমিন।

আমি আশাবাদী, প্রত্যেকটি আদর্শ পরিবারের তালিম-তারবিয়াতের জন্য বইটি বেশ উপকারী হবে ইনশাআল্লাহ। বইটি প্রকাশিত হয়েছে **পথিক প্রকাশন** থেকে। আল্লাহ তাআলা এই বইয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাইকে জাজায়ে খায়ের দান করুন। আমিন।

প্রিয় পাঠক, হাদিসের এই বইটি প্রকাশ করতে পেরে আমরা অত্যন্ত খুশি এবং আনন্দিত। বইটি নির্ভুল রাখতে আমরা যথেষ্ট চেষ্টা করেছি। তবুও যদি কোথাও ভুল-ভ্রান্তি কিংবা কোনো অসংগতি আপনাদের দৃষ্টিগোচর হয়, তা হলে অনুগ্রহপূর্বক আমাদের জানিয়ে বাধিত করার অনুরোধ রইল। আমরা অবশ্যই পরবর্তী সংস্করণে শুধরে নেব ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তাআলা আমাদের নেক বান্দা হিসাবে কবুল করুন। আমিন।

মো. ইসমাইল হোসেন
প্রকাশক
১৫-১০-২১ খ্রি.

ইমাম বুখারি রাহিমাহুল্লাহর সংক্ষিপ্ত জীবনী

নাম ও বংশ

ইমাম বুখারি রাহিমাহুল্লাহ হচ্ছেন সমকালীন মুহাদ্দিসদের ইমাম, হাফেয আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল ইবনু ইবরাহিম ইবনু মুগিরা ইবনু বারদিযবাহ আল-জু'ফী। তাঁকে আমিরুল মুমিনিন ফিল হাদিসও বলা হয়। ১৯৪ হিজরি সালের ১৩ই শাওয়াল জুমআর নামাজের পর খোরাসানের প্রসিদ্ধ শহর বুখারা (বর্তমান উজবেকিস্তান) নামক স্থানে তিনি জন্মগ্রহণ করেন।

শৈশবকাল ও জ্ঞান অর্জন

শিশুকালেই তাঁর পিতা ইনতিকাল করেন। পিতার মৃত্যুর পর তিনি তার মাতার তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত হন। ১০ বছর বয়সে উপনীত হয়ে তিনি জ্ঞানচর্চার প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠেন। অল্প বয়সেই তিনি পবিত্র কুরআনুল কারিম মুখস্থ করেন। শৈশবকালে মক্তবে লেখাপড়া করার সময়ই আল্লাহ তাআলা তাঁর অন্তরে হাদিস মুখস্থ করা এবং তা সংরক্ষণ করার প্রতি আগ্রহ ও ভালোবাসা সৃষ্টি করে দেন। মাত্র ১৬ বছর বয়সেই তিনি হাদিসের প্রসিদ্ধ কিতাবগুলোর পাঠ সমাপ্ত করেন।

তাঁর জীবনীতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ছোটবেলায় তিনি অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। এতে তাঁর মা আল্লাহর কাছে খুব ক্রন্দন করেন এবং সন্তানের দৃষ্টিশক্তি ফেরত দেওয়ার জন্য তাঁর কাছে অবিরাম দুআ করে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ এক দিন তাঁর মা স্বপ্নে দেখলেন যে, নবি ইবরাহিম আলাইহিস সালাম তাঁকে লক্ষ্য করে বলছেন, ওহে, তোমার সন্তানের দৃষ্টিশক্তি ফেরত চেয়ে আল্লাহর দরবারে তোমার ক্রন্দনের কারণে তিনি তোমার সন্তানের দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিয়েছেন। তখন তিনি প্রকৃত ঘটনা যাচাই করার জন্য সন্তানের কাছে গিয়ে দেখেন, সত্যিই তাঁর সন্তান সম্পূর্ণ দৃষ্টিশক্তি ফেরত পেয়েছে।

ইমাম বুখারির স্মরণশক্তির প্রখরতা

১৮ বছর বয়সে তিনি পবিত্র হজ পালনের জন্য মক্কায় গমন করেন। মক্কায় অবস্থান করে তিনি ইলমে হাদিসের চর্চা শুরু করেন। অতঃপর তিনি এই উদ্দেশ্যে অন্যান্য দেশ ভ্রমণ করেন এবং এক হাজারেরও অধিক মুহাদ্দিসের নিকট থেকে হাদিস সংগ্রহ করেন।

জ্ঞান অর্জনের জন্য সারারাত জেগে তিনি কঠিন পরিশ্রম করতেন। তাঁর স্মৃতিশক্তি ছিল অত্যন্ত প্রখর। বলা হয় যে, তিনি সনদসহ ছয় লক্ষ হাদিসের হাফেয ছিলেন।

আলেমগণ তাঁর জীবনীতে উল্লেখ করেছেন, যেকোনো কিতাবে একবার দৃষ্টি দিয়েই তিনি তা মুখস্থ করে নিতেন। তাঁর জীবনীতে আরও বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি যখন বসরার মুহাদ্দিসদের হাদিসের দরসে উপস্থিত হতেন, তখন অন্যান্য ছাত্র খাতা-কলম নিয়ে বসে উস্তাদের নিকট থেকে হাদিস শুনতেন এবং প্রতিটি হাদিসই লিখে নিতেন, কিন্তু ইমাম বুখারি রাহিমাহুল্লাহ তা করতেন না। কয়েক দিন পর তাঁর সাথিগণ জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি শুধু আমাদের সাথে বসে থাকেন কেন? হাদিসগুলো না-লেখার কারণই-বা কী? এভাবে সময় নষ্ট করে লাভ কী? সাথিরা যখন এ বিষয়ে পীড়াপীড়ি করতে থাকল, তখন ১৬ দিন পর তিনি বললেন, আপনারা আমার নিকট বারবার একই প্রশ্ন করছেন, সুতরাং আপনারা যে-সমস্ত হাদিস লিখেছেন তা আমাকে পড়ে শোনান। বন্ধুরা তা দেখানোর পর তিনি সমস্ত হাদিস মুখস্থ শুনিয়ে দিলেন এবং আরও অতিরিক্ত ১৫ হাজার হাদিস শোনালেন। অতঃপর তাঁর সাথিগণ তাদের কাছে রক্ষিত কিতাবের হাদিসগুলো ইমাম বুখারির মুখস্থ হাদিসের সাথে মিলিয়ে ভুল-ভ্রান্তি ঠিক করে নিলেন। অতঃপর তিনি বন্ধুদের লক্ষ্য করে বললেন, এরপরও কি তোমরা বলবে যে, আমি এখানে অযথা সময় নষ্ট করছি? সে দিন থেকেই হাদিস শাস্ত্রে তারা ইমাম বুখারিকে প্রাধান্য দেওয়া শুরু করলেন।

ইবনু খুজায়মা রাহিমাহুল্লাহ বলেন, পৃথিবীতে ইমাম বুখারির চেয়ে অধিক অভিজ্ঞ এবং হাদিসের হাফেয কেউ জন্মগ্রহণ করেননি।

কেউ কেউ বলেন, খোরাসানের জমিনে ইমাম বুখারির মতো আর কেউ জন্মগ্রহণ করেননি।

হাদিস সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ

হাদিস সংগ্রহের জন্য ইমাম বুখারি রাহিমাহুল্লাহ অত্যন্ত কঠোর পরিশ্রম করে অনেক দেশ ভ্রমণ করেছেন। সে সময় যে-সমস্ত দেশে বিজ্ঞ মুহাদ্দিসগণ বসবাস করতেন, তার প্রায় সবগুলোতেই তিনি ভ্রমণ করেছেন এবং তাদের নিকট থেকে হাদিস সংগ্রহ করেছেন। খোরাসানের বিভিন্ন অঞ্চল ছাড়াও তিনি যে-সমস্ত দেশে ভ্রমণ করেছেন, তার মধ্যে রয়েছে—মক্কা, মদিনা, ইরাক, হিজায, সিরিয়া, মিশর এবং আরও অনেক শহর।

ইমাম বুখারির উস্তাদ ও ছাত্রগণ

ইমাম বুখারি রাহিমাহুল্লাহ থেকে অসংখ্য মুহাদ্দিস *সহিহুল বুখারি* বর্ণনা করেছেন। খতিব বাগদাদি রাহিমাহুল্লাহ *সহিহুল বুখারি*র অন্যতম রাবি ফিরাবরি থেকে বর্ণনা

করে বলেন, তার সাথে প্রায় সত্তর হাজার লোক ইমাম বুখারি থেকে সরাসরি *সহিহুল বুখারি* পড়েছেন। তাদের মধ্যে আমি ছাড়া আর কেউ জীবিত নেই। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে রয়েছেন ইমাম মুসলিম, ইমাম তিরমিজি, ইমাম নাসায়ি। তিনি যাদের কাছে হাদিস শুনেছেন তাদের মধ্যে রয়েছেন ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল, ইসহাক ইবনু রাহওয়াই এবং আরও অনেকেই। তিনি আটবার বাগদাদে আগমন করেছেন। প্রতিবারই তিনি ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বলের সাথে দেখা করেছেন। প্রত্যেক সাক্ষাতের সময়ই ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল রাহিমাহুল্লাহ তাঁকে খোরাসান ছেড়ে দিয়ে বাগদাদে স্থায়ীভাবে বসবাস করার প্রতি উৎসাহ দিয়েছেন।

ইমাম বুখারির দানশীলতা ও উদারতা

ইমাম বুখারি প্রচুর ধনসম্পদের মালিক ছিলেন। মুহাম্মাদ ইবনু আবু হাতিম বলেন, ইমাম বুখারির এক খণ্ড জমিন ছিল, এ থেকে তিনি প্রতি বছর সাত লক্ষ দিরহাম ভাড়া পেতেন। এই বিশাল অর্থ থেকে তিনি খুব সামান্যই নিজের ব্যক্তিগত কাজে খরচ করতেন। তিনি খুব সীমিত খাদ্য গ্রহণ করতেন। বেশিরভাগ সময়েই খাদ্য হিসাবে শসা, তরমুজ ও সবজি গ্রহণ করতেন। সামান্য খরচের পর যে বিশাল অর্থ অবশিষ্ট থাকত, তার পুরোটাই ইলম অর্জনের পথে খরচ করতেন এবং অভাবীদের অভাব পূরণে ব্যয় করতেন। তিনি সবসময় দিনার ও দিরহামের একটি থলে সাথে রাখতেন। মুহাদ্দিসদের মধ্যে যারা অভাবী ছিলেন, তাদেরও তিনি প্রচুর পরিমাণে দান করতেন।

ইমাম বুখারির শেষ জীবন ও কঠিন পরীক্ষা

ইমাম বুখারির শেষ জীবন খুব সুখে-শান্তিতে অতিবাহিত হয়নি। বুখারার তৎকালীন আমিরের সাথে তাঁর মতবিরোধ হয়েছিল। ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ এই যে : যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিসরূপে যখন ইমাম বুখারির সুনাম ও সুখ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল, তখন বুখারার আমির স্বীয় সন্তানদের *সহিহুল বুখারি* পড়ানোর জন্য ইমামের কাছে প্রস্তাব করলেন। আমির আরও প্রস্তাব করলেন যে, তার সন্তানদের পড়ানোর জন্য ইমাম বুখারিকে রাজদরবারে আসতে হবে। কারণ, সাধারণ জনগণের সাথে মসজিদে বসে আমিরের ছেলেদের পক্ষে *সহিহুল বুখারি* পড়া সম্ভব নয়।

ইমাম বুখারি তাঁর মসজিদ ও সাধারণ লোকদের ছেড়ে দিয়ে রাজদরবারে গিয়ে আলাদাভাবে আমিরের ছেলেদের *সহিহুল বুখারি* পড়ানোকে ইলমে হাদিসের জন্য বিরাট অবমাননাকর ভেবে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। তিনি পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন যে, আমি কখনও হাদিসের ইলমকে হেয় প্রতিপন্ন করতে পারব না, আর

না পারব এই মহান রত্নকে আমির-উমারাদের দারস্থ করতে। আমির যদি সত্যিকার অর্থে ইলমে হাদিসের প্রতি অনুরাগী হয়ে থাকেন, তা হলে তিনি যেন তাঁর সন্তানদের নিয়ে আমার মসজিদে উপস্থিত হন।

এতে আমির ইমামের প্রতি রাগান্বিত হয়ে তাঁকে দেশত্যাগে বাধ্য করলেন এবং ইমামের বিরুদ্ধে কুৎসা রটানোর জন্য দুনিয়াপূজারি কিছু আলেম ঠিক করলেন। আমিরের আদেশ এবং ষড়যন্ত্রের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি জন্মভূমি বুখারা ত্যাগ করে নিশাপুরে চলে যান। নিশাপুরেও অনুরূপ দুঃখজনক ঘটনা ঘটলে পরিশেষে তিনি সমরকন্দের খরতঙ্গ নামক স্থানে চলে যান। বুখারা থেকে বের হওয়ার সময় ইমাম বুখারি রাহিমাহুল্লাহ আল্লাহর কাছে এই দুআ করেন—'হে আমার রব, সে আমাকে যেভাবে অপমান করে বের করে দিলো, তুমিও তাকে অনুরূপ লাঞ্ছিত করো।' এক মাস পার হওয়ার পূর্বেই খোরাসানের আমির খালেদ ইবনু আহমাদের বিরুদ্ধে জনগণ বিদ্রোহ ঘোষণা করে তাকে ক্ষমতাছাড়া করলো। পরবর্তী সময়ে বাগদাদের জেলে থাকা অবস্থায় সে মৃত্যুবরণ করে। শুধু তাই নয়, যারাই ইমাম বুখারির বিরুদ্ধে আমিরের সহযোগিতা করেছে, তারা পরবর্তীকালে লাঞ্ছিত হয়েছে।

ইমাম বুখারি সম্পর্কে আলেমদের কিছু অভিমত

১. ইমাম আবু নুআইম আহমাদ ইবনু হাম্মাদ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, ইমাম বুখারি হচ্ছেন এই উম্মতের ফকিহ। ইয়াকুব ইবনু ইবরাহিমও অনুরূপ বলেছেন।

২. কুতাইবা রাহিমাহুল্লাহ বলেন, পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিম হতে আমার নিকট অনেক লোক এসেছেন। কিন্তু মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল বুখারি যতবার এসেছেন, আর কেউ এত বেশিবার আগমন করেননি।

৩. ইমাম আবু হাতিম রাযি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, যে-সমস্ত মুহাদ্দিস বাগদাদে আগমন করেছেন, তাদের মধ্যে সবচেয়ে জ্ঞানী হলেন ইমাম বুখারি।

৪. ইমাম তিরমিজি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, হাদিসের ইল্লত (দুর্বলতা), ইতিহাস এবং সনদ সম্পর্কে বুখারির চেয়ে বেশি জ্ঞানী ইরাক এবং খোরাসানের জমিনে আমি আর কাউকে দেখিনি।

৫. ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল রাহিমাহুল্লাহ বলেন, খোরাসানের জমিনে ইমাম বুখারির অনুরূপ আর কেউ জন্মগ্রহণ করেননি।

৬. ইমাম আলি ইবনুল মাদিনি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, ইমাম বুখারির সমকক্ষ আর কেউ ছিলেন না।

৭. মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু নুমাইর ও আবু বকর ইবনু আবি শাইবা বলেন, আমি তাঁর মতো আর কাউকে দেখিনি।

৮. আলি ইবনু হাজার রাহিমাহুল্লাহ বলেন, তাঁর মতো আর কেউ আছে বলে আমার জানা নেই।

মহান ইমামের মৃত্যু

ইমাম বুখারি রাহিমাহুল্লাহ শেষবয়সে উপনীত হয়ে বিভিন্ন ফিতনার কবলে পড়ে পার্থিব জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েন। একদিন তিনি তাহাজ্জুদের সালাতে আল্লাহর নিকট এ বলে আবেদন জানান যে—'হে আমার রব! এ সুবিশাল পৃথিবী আমার জন্য একান্তই সংকীর্ণ হয়ে পড়েছে। অতএব, তুমি আমাকে তোমার নিকট তুলে নাও।' মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয় বান্দা ইমাম বুখারির বেদনা ভারাক্রান্ত হৃদয়ের নিবেদন কবুল করলেন। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই ইলমে হাদিসের এই খাদেম দুনিয়া থেকে চিরবিদায় গ্রহণ করেন। নিভে গেল মুসলিম উম্মাহর গগনচুম্বী দীপ্যমান প্রদীপ। সমরকন্দের খরতঙ্গ জনপদেই ৬২ বছর বয়সে ২৫৬ হিজরিতে ইদুল ফিতরের রাত্রিতে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। ইদের দিন জোহরের সালাতের পর তাঁর জানাজার নামাজ অনুষ্ঠিত হয়। তাঁর অসিয়ত মোতাবেক তিনটি সাদা কাপড় দিয়ে তাঁকে কাফনে জড়ানো হয়।

তাঁর জীবনীতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, দাফন করার পর তাঁর কবর থেকে মিশকের সুগন্ধির চেয়েও বেশি সুঘ্রাণ বের হতে থাকে। বেশ কিছুদিন এই অবস্থা বিরাজ করতে থাকে। লোকেরা তাঁর কবর থেকে মাটি নেওয়া শুরু করে দেয়। অতঃপর বিষয়টি নিয়ে মানুষ ফিতনায় পড়ার আশঙ্কায় প্রাচীর দিয়ে মজবুতভাবে কবরটি ঢেকে দেওয়া হয়।

আমরা আল্লাহর কাছে বিনয়ের সাথে দুআ করি, তিনি যেন এই মহান ব্যক্তিকে জান্নাতের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় দান করেন, তাঁর মর্যাদা সমুন্নত করেন, তাঁকে তাঁর একমাত্র আদর্শ প্রিয় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ঠাঁই দেন এবং আমাদেরও তাঁর সাথে কবুল করে নেন। আমিন।[১]

[১]. তথ্যসূত্র:

১. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া।

২. সিয়ারু আলামিন নুবালা।

৩. ইমাম বুখারির জীবনী।

৪. তাহজিবুল কামাল ও অন্যান্য।

সূচিপত্র

অধ্যায়: পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার ২৮
আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের নির্দেশ প্রদান করেছি ২৮
মায়ের সাথে সদাচরণ ২৯
বাবার সাথে সদাচরণ ৩০
পিতা-মাতা অত্যাচার করলেও তাদের সাথে সদাচরণ করা ৩১
মাতা-পিতার সাথে নরম সুরে কথা বলা ৩২
পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়ার পরিণতি ৩৬
যে পিতা-মাতাকে অভিশাপ দেয়, আল্লাহ তাআলাও তাকে অভিশাপ করেন. ৩৭
পাপ ব্যতীত পিতা-মাতার সব বিষয়ে আনুগত্য করতে হবে ৩৮
যে ব্যক্তি পিতা-মাতাকে পেল, কিন্তু জান্নাত অর্জন করতে পারেনি ৪০
যে তার পিতা-মাতার সাথে ভালো আচরণ করবে, আল্লাহ তার আয়ু বৃদ্ধি করেন ৪০
অমুসলিম পিতার জন্য কেউ যেন ক্ষমাপ্রার্থনা না করে ৪০
অমুসলিম পিতার সাথেও সদাচরণ করা আবশ্যক ৪১
পিতা-মাতাকে গালি না-দেওয়া ৪৩
পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়ার শাস্তি ৪৪
পিতা-মাতার ক্রন্দন ৪৫
মাতা-পিতার দুআ ৪৫
খ্রিষ্টান মা-কে ইসলামের দাওয়াত দেওয়া ৪৮
পিতা-মাতার মৃত্যুর পরে তাদের সাথে সদাচার করা ৪৯
পিতার বন্ধুদের সাথে সদাচার করা ৫১
তোমার পিতা যাদের সাথে সম্পর্ক রাখতেন, তাদের সাথে সদাচরণ করো ... ৫২
ভালোবাসা উত্তরাধিকার-সূত্রে আসে ৫২
পিতার নাম ধরে না-ডাকা, তার আগে না-চলা এবং তার আগে না-বসা ... ৫৩
পিতাকে উপনামে ডাকা যাবে কি? ৫৩

অধ্যায় : আত্মীয়তার বন্ধন ঠিক রাখা ৫৫
আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখা ওয়াজিব ৫৫
আত্মীয়তার বন্ধন ৫৬

আত্মীয়তার বন্ধন ঠিক রাখার ফজিলত..... ৫৮
আত্মীয়তার বন্ধন ঠিক রাখলে আয়ু বাড়ে ৬০
আত্মীয়তার বন্ধন ঠিককারীকে আল্লাহ ভালোবাসেন ৬১
ক্রমানুসারে আত্মীয়তার অধিকার রাখা ৬১
আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারীদের ওপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হয় না..... ৬৩
আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারীর পাপ ৬৩
আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারীর দুনিয়ার শাস্তি ৬৫
প্রতিদানের বিনিময়ে আত্মীয়তার বন্ধন ঠিক রাখা প্রকৃত ঠিক রাখা নয়..... ৬৫
জালিম আত্মীয়দের সাথে বন্ধন ঠিক রাখার ফজিলত..... ৬৬
যে ইসলাম গ্রহণের পূর্বে আত্মীয়তার বন্ধন ঠিক রেখেছে ৬৬
অমুসলিমদের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক এবং তাদের হাদিয়া গ্রহণ প্রসঙ্গে .. ৬৭
জেনে রাখো, আত্মীয়তার সম্পর্কই বংশের পরিচয় ৬৮
মুক্ত গোলাম কি বলতে পারবে, 'অমুকের সাথে সম্পর্ক আছে' ৬৯

অধ্যায় : সন্তানের প্রতি মমতা ৭১
যে ব্যক্তি একজন বা দুজন কন্যা সন্তান লালন-পালন করে ৭১
যে ব্যক্তি তার বোনকে লালন-পালন করবে ৭২
তালাকপ্রাপ্তা কন্যাকে লালন-পালন করার ফজিলত..... ৭৩
যে ব্যক্তি কন্যা সন্তানদের মৃত্যু অপছন্দ করে ৭৪
সন্তানের কারণে মানুষ কৃপণ এবং কাপুরুষ হয়ে থাকে ৭৪
সন্তানাদি হলো চোখের নয়নমণি..... ৭৬
যে ব্যক্তি তার সাথি, সম্পদ এবং সন্তান বৃদ্ধির দুআ করে ৭৭
মমতাময়ী মা..... ৭৮
শিশুদের চুম্বন করা ৭৯
সন্তানের সাথে পিতার আচরণ এবং ভদ্রতা শেখানো.....৭৯
নিজ সন্তানের সাথে পিতার সদাচরণ.....৮০
যে দয়াদ্র হয় না, তাকে দয়াও করা হয় না ৮১
আল্লাহর রহমত শতভাগে বিভক্ত ৮২

অধ্যায় : প্রতিবেশীর সাথে সদাচার ৮৪
প্রতিবেশীর ব্যাপারে অসিয়ত ৮৪
প্রতিবেশীর অধিকার..... ৮৫
প্রতিবেশীর সাথে আগে উত্তম আচরণ শুরু করতে হবে..... ৮৫

কাছের প্রতিবেশী থেকে হাদিয়া দেওয়া শুরু করবে ৮৭
যে ব্যক্তি প্রতিবেশীর জন্য নিজের দরজা বন্ধ করে দেয় ৮৮
প্রতিবেশীদের অভুক্ত রেখে তৃপ্তি সহকারে আহার করা যায় না ৮৯
তরকারিতে একটু বেশি ঝোল করে প্রতিবেশীদেরকে দেবে ৮৯
উত্তম প্রতিবেশী ৯০
নেককার প্রতিবেশী ৯১
মন্দ প্রতিবেশী ৯১
কেউ যেন তার প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয় ৯২
প্রতিবেশীরা পরস্পরের হাদিয়াকে যেন তুচ্ছ মনে না করে ৯৪
প্রতিবেশীর অভিযোগ ৯৫
যে ব্যক্তি তার প্রতিবেশীকে কষ্ট দিয়ে বাড়ি ত্যাগ করতে বাধ্য করলো ৯৭
ইহুদি প্রতিবেশী ৯৮

অধ্যায় : আচার–ব্যবহার ও ভদ্রতা ৯৯
মান-সম্মান ৯৯
ইয়াতিমদের লালন-পালনের ফজিলত ১০০
যে ব্যক্তি দরিদ্র পিতা-মাতার সন্তানকে লালন-পালন করে তার ফজিলত .. ১০১
ইয়াতিমের জন্য দয়াদ্র পিতার মতো হও ১০৩
সন্তানের কারণে যে নারী বিবাহ বসেনি এবং সবর করেছে তার ফজিলত .. ১০৫
ইয়াতিমদের আদব-কায়দা শিক্ষা প্রদান প্রসঙ্গে ১০৫
যার সন্তান মারা গেছে তার ফজিলত ১০৬
গর্ভপাতে যার সন্তান মারা যায় ১১০
উত্তম আচরণ ১১১
মন্দ আচরণ ১১৩
বেদুইনের কাছে দাস-দাসী বিক্রি করা ১১৪
খাদেমকে ক্ষমা করে দেওয়া ১১৫
যখন গোলাম চুরি করে ১১৬
সন্দেহ থেকে বাঁচার জন্য খাদেমকে কিছু গণনা করা ১১৮
খাদেমকে আদব শেখানো ১১৮
চেহারায় প্রহার করা থেকে বিরত থাকা ১২০
গোলামের ওপর প্রতিশোধ গ্রহণ ১২৩
তোমরা যা পরিধান করো, তা গোলামদেরও পরিধান করাও ১২৫
গোলামদের গালি দেওয়া ১২৭

গোলামদের কি সাহায্য করা হবে? ১২৮
সাধ্যের বাইরে গোলামের ওপর বোঝা চাপানো নিষিদ্ধ ১২৮
গোলামের সাথে আহার করতে অপছন্দ করা ১৩১
গোলাম তার মনিবের কল্যাণ কামনা করা ১৩৩
গোলামও একজন দায়িত্বশীল ১৩৫
যে ব্যক্তি গোলাম হওয়াকে পছন্দ করে ১৩৬
কেউ যেন না বলে—'আমার গোলাম' ১৩৭
গোলাম কি বলবে—'আমার মনিব' ? ১৩৭
পুরুষ তার ঘরের দায়িত্বশীল ১৩৮
মহিলারাও দায়িত্বশীল ১৩৯
যার সাথে ভালো ব্যবহার করা হয়, সে যেন উত্তম প্রতিদান দেয় ১৪০
যে মানুষের শুকরিয়া আদায় করে না ১৪১
কোনো ভাইকে সাহায্য করা ১৪২

অধ্যায় : উত্তম চরিত ১৪৩
দুনিয়ার ভালো ব্যক্তিরা আখিরাতেও ভালো হিসাবে উঠবে ১৪৩
প্রতিটি ভালো কাজ সাদাকাহ ১৪৫
রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরানো ১৪৭
ভালো কথা, ভালো কাজ ১৪৮
বাগানে গমন এবং ব্যাগভরতি জিনিসপত্র কাঁধে বহন করে বাড়ি ফেরা ১৪৯
একজন মুসলমান অপর মুসলমানের আয়নাস্বরূপ ১৫২
যে ধরনের খেলাধুলা নিষিদ্ধ ১৫৪
ভালো কাজের দিকে পথপ্রদর্শন করা ১৫৪
মানুষের ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করা ১৫৫
দিল খুলে মানুষের সাথে কথাবার্তা বলা ১৫৬
মুচকি হাসি দেওয়া ১৫৮
পরামর্শ আমানতস্বরূপ ১৬১
মানুষকে ভালোবাসা ১৬৩
মায়া-মমতা ১৬৪
ঠাট্টা-মশকরা ১৬৫
উত্তম চরিত্র ১৬৭
অন্তরের ধনাঢ্যতা ১৭০

অধ্যায় : দান ও বদান্যতা..... ১৭১
নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাউকে ফিরিয়ে দিতেন না..... ১৭১
অন্তরের সংকীর্ণতা..... ১৭২
লোকেরা জ্ঞান অর্জন করতে পারলে উত্তম চরিত্রবান হয়..... ১৭৪
কৃপণতা..... ১৭৯
প্রফুল্ল মন ১৮২
গরিবদের সাহায্য করা আবশ্যক ১৮৪
যে উত্তম চরিত্রবান হওয়ার জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করে..... ১৮৫
মুমিন কখনও তিরস্কারকারী হতে পারে না..... ১৮৭
অভিশাপ দেওয়া ১৮৯
যে তার গোলামকে অভিশাপ দেয়, সে যেন তাকে মুক্ত করে দেয় ১৯০
আল্লাহর লানত, আল্লাহর গজব এবং আগুন দ্বারা অভিশাপ দেওয়া..... ১৯০
অমুসলিমদের অভিশাপ দেওয়া ১৯১
চোগলখোর..... ১৯১
যে ব্যক্তি অশ্লীলতা শোনে এবং বিস্তার করে..... ১৯২
অন্যের দোষ অনুসন্ধানকারী ১৯৩
মুখের ওপর প্রশংসা করা..... ১৯৫
কারও সাথি যদি নিরাপদ থাকে, তা হলে তার প্রশংসা করার অনুমতি আছে ১৯৭
চাটুকারদের মুখে ধুলা নিক্ষেপ করা..... ১৯৮
কাব্যাকারে প্রশংসা করা..... ২০১
কবির অনিষ্ট থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তাকে ঘুস হাদিয়া দেওয়া..... ২০২
দেখা-সাক্ষাৎ করা ২০৩
কোনো গোত্রের সাথে সাক্ষাৎ করতে গিয়ে আহার গ্রহণ করা..... ২০৪
জিয়ারতের ফজিলত ২০৬
কোনো গোত্রকে ভালোবাসে ঠিকই, কিন্তু মিলিত হতে পারছে না..... ২০৬
বড়দের মর্যাদা ২০৭
বড়দের সম্মান করা..... ২০৯
বড়রা মজলিসে জরুরি কথা বলবে ২১০
বড়রা মজলিসে জরুরি কথা বলবে, প্রয়োজনে ছোটরাও বলতে পারবে.... ২১১
বড়দের নেতৃত্ব দেওয়া..... ২১২
ছোটদের ওপর দয়াদ্র হওয়া..... ২১৩
শিশুদের সাথে মুআনাকা করা ২১৩

ছোট বালিকাকে চুমু দেওয়া ২১৪
ছোটদের মাথায় হাত বুলিয়ে দেওয়া ২১৫
ছোট বালককে 'হে আমার ছেলে' বলা ২১৫
জমিনবাসীর ওপর দয়া করো..... ২১৭
পরিবারের প্রতি দয়া করা ২১৮
প্রাণীর প্রতি দয়া করা ২১৯
পাখির বাসা থেকে ডিম নিয়ে আসা ২২১
খাঁচার পাখি..... ২২২
লোকের মধ্যে সদ্ভাব সৃষ্টি করা..... ২২২
মিথ্যা বলা বর্জনীয় ২২৩
যে ব্যক্তি মানুষের কষ্টে সবর করে ২২৪
মানুষের মধ্যে আপস-মীমাংসা করা..... ২২৫
বংশের খোঁটা দেওয়া..... ২২৭

অধ্যায় : চারিত্রিক দোষ-ত্রুটি ২২৮
মানুষের গোত্রপ্রীতি..... ২২৮
কারও সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করা ২২৮
মুসলমানের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা নিষিদ্ধ ২৩০
যে ব্যক্তি বছরব্যাপী তার ভাইয়ের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করে রাখে..... ২৩৩
দুই সম্পর্কচ্ছেদকারী..... ২৩৪
শত্রুতা ২৩৫
সালাম সম্পর্ক ছিন্ন করার কাফফারাস্বরূপ ২৩৭
উঠতি বয়সের যুবকদের পৃথক পৃথক থাকা ২৩৮
পরামর্শ না চাইতে তার ভাইকে পরামর্শ দেওয়া..... ২৩৮
যে ব্যক্তি মন্দ উদাহরণকে অপছন্দ করে..... ২৩৯
প্রতারণা এবং ধোঁকাবাজি সম্পর্কে ২৩৯
গালি দেওয়া..... ২৩৯
পানি পান করা ২৪১
যে ব্যক্তি প্রথমে গালিগালাজ শুরু করে, উভয়ের পাপ তার ওপর বর্তাবে . ২৪১
গালিগালাজকারী দুই শয়তানের মতো এবং মিথ্যা দাবিদার ও মিথ্যাবাদী ... ২৪৩
মুসলমানকে গালি দেওয়া ফাসেকি ২৪৪
যে ব্যক্তি কাউকে মুখের ওপর কিছু বলে না ২৪৭
যে ব্যক্তি কৌশলগতভাবে অন্যকে—'হে মুনাফিক' বললো..... ২৪৮

যে ব্যক্তি তার ভাইকে বললো, 'হে কাফির' ২৪৯
শত্রুর আনন্দ ২৫০
সম্পদের অপচয় এবং অপব্যবহার ২৫০
অপচয়কারীদের সম্পর্কে ২৫১
ঘরবাড়ি ঠিক করা ২৫২
বাড়িঘর নির্মাণে খরচ করা ২৫২
কর্মচারীর সাথে মালিকের সহযোগিতা করার ব্যাপারে ২৫২
উচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ করা ২৫৩
যে ব্যক্তি ঘরবাড়ি নির্মাণ করে ২৫৫
প্রশস্ত ঘরবাড়ি ২৫৬
নিজস্ব কুঠিতে অবস্থান ২৫৬
ঘরবাড়ি কারুকার্য করা ২৫৭
নম্রতা ২৫৯
সহজ-সরল জীবনযাপন ২৬২
নম্রতার ফলাফল ২৬৩
সান্ত্বনা দেওয়া ২৬৩
কঠোরতা করা ২৬৪
সম্পদ বিনিয়োগ ২৬৬
মাজলুমের দুআ ২৬৭
আল্লাহর কাছে বান্দার নিয়ত তালাশ করা ২৬৭
জুলুম অন্ধকার ২৬৮

অধ্যায় : রোগ ও রুগ্‌ণ ব্যক্তিদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ ২৭৪
রোগীর কাফফারা ২৭৪
রাতে রোগীকে দেখতে যাওয়া ২৭৬
অসুস্থকালেও সুস্থকালের নেক আমলের সওয়াব দেওয়া হয় ২৭৯
রোগীর 'আমি অসুস্থ' বলা কি অভিযোগের আওতায় পড়ে? ২৮৩
সংজ্ঞাহীন রোগীকে দেখতে যাওয়া ২৮৪
অসুস্থ শিশুকে দেখতে যাওয়া ২৮৫
অসুস্থ স্বামীর সেবা ২৮৬
অসুস্থ গ্রাম্য ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়া ২৮৭
অসুস্থদের দেখতে যাওয়া ২৮৭
রোগীকে দেখতে গিয়ে তার জন্য দুআ করা ২৯০

রোগী দেখতে যাওয়ার ফজিলত ২৯১
রোগীর সাথে সাক্ষাৎকারীর কথোপকথন ২৯২
যে ব্যক্তি অসুস্থ ব্যক্তির কাছে সালাত আদায় করে ২৯৩
অমুসলিম রোগীকে দেখতে যাওয়া ২৯৩
রোগীকে দেখতে গিয়ে কী বলবে? ২৯৪
রোগী কী উত্তর দেবে? ২৯৬
অসুস্থ পাপাচারীকে দেখতে যাওয়া.....২৯৬
পুরুষদের অসুস্থ মহিলাদের দেখতে যাওয়া..... ২৯৭
রোগীকে দেখতে এসে ঘরের অন্য কিছুর দিকে তাকানো নিষিদ্ধ..... ২৯৭
চক্ষুরোগে আক্রান্ত ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়া.....২৯৮
রোগীকে দেখতে আসা ব্যক্তি বসবে কোথায়?.....৩০০

অধ্যায় : পরিবারের সহযোগিতা ৩০১
যে ব্যক্তি তার নিজ ঘরের কাজ করতেন ৩০১

অধ্যায় : ভালোবাসা ও বিবিধ.....৩০৩
কেউ তার কোনো ভাইকে ভালোবাসলে তাকে যেন অবগত করে ৩০৩
কেউ কাউকে ভালোবাসলে যেন তর্কে লিপ্ত না হয় এবং কিছু না চায় ৩০৪
অন্তর জ্ঞানের উৎসস্থল..... ৩০৫
অহংকার..... ৩০৫
যে ব্যক্তি জুলুমের প্রতিশোধ নেয়.....৩১১
ক্ষুধা এবং মহামারির সময় সহমর্মিতা জ্ঞাপন করা ৩১৩
অভিজ্ঞতা.....৩১৫
আল্লাহর জন্য অপর ভাইকে আহার করানো ৩১৬
জাহিলি যুগের চুক্তি..... ৩১৬
ভাই-ভাই সম্পর্ক ৩১৬
বৃষ্টিতে ভেজা.....৩১৭
ভেড়া-বকরির মধ্যে বরকত রয়েছে..... ৩১৮
উট তার মালিকের জন্য সম্মানের কারণ ৩১৯
যাযাবরের জিন্দেগি ৩২১
বিরান এলাকায় বসবাসকারী.....৩২১
মরুভূমি এবং জলাশয়ে বসবাস করা.....৩২২
যে ব্যক্তি গোপনীয়তা পছন্দ করে..... ৩২৩

কাজকর্মে স্থিরতা অবলম্বন করা.....৩২৪
বিদ্রোহ করা.....৩২৭
রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলা.....৩২৯
উপহার গ্রহণ করা.....৩৩০
মানুষের মধ্যে ঘৃণা-বিদ্বেষ সৃষ্টি হওয়ার কারণে যে উপহার বর্জন করে..... ৩৩১
লজ্জাশীলতা..... ৩৩১

অধ্যায় : দুআ ও আমল..... ৩৩৬
সকালে কী বলবে? ৩৩৬
যে অন্যের জন্য দুআ করে ৩৩৭
হৃদয় নিংড়ানো দুআ ৩৩৮
আগ্রহ এবং আশা নিয়ে দুআ করা ৩৩৯
সাইয়্যিদুল ইসতিগফার ৩৪৫
অপর ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে তার জন্য দুআ করা ৩৪৯
নবিজির ওপর দুরুদ পাঠ করা..... ৩৫৮
যার সামনে নবিজির নাম উচ্চারণ করা হলো, অথচ সে দুরুদ পাঠ করলো না ৩৬১
যে অত্যাচারীর জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে..... ৩৬৪
বান্দা তাড়াহুড়া না করলে তখন তার দুআ কবুল করা হয় ৩৬৭
অলসতা থেকে পানাহ চাওয়া..... ৩৬৮
যে আল্লাহর নিকট দুআ করে না, আল্লাহ তার ওপর অসন্তুষ্ট হন ৩৬৯
আল্লাহর রাস্তায় থাকাবস্থায় দুআ করা..... ৩৭০

অধ্যায় : পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার

আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের নির্দেশ প্রদান করেছি

أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرٍ أَحْمَدُ بْن مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ حَامِدِ بْنِ هَارُونَ بْنِ عَبْدِ الجَبَّارِ البُخَارِيُّ المَعْرُوفُ بِابْنِ النَّيَازِكِيِّ قِرَاءَةً عَلَيْهِ فَأَقَرَّ بِهِ قَدِمَ عَلَيْنَا حَاجًا فِي صَفَرَ سَنَةَ سَبْعِينَ وَثَلاثِمِائَةٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْخَيْرِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الجَلِيلِ بْنِ خَالِدِ بْنِ حُرَيْثٍ البُخَارِيُّ الْكِرْمَانِيُّ الْعَبْقَسِيُّ البَزَّارُ سَنَة اثْنَتَيْنِ وَعِشْرِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ المُغِيرَةِ بْنِ الْأَحْنَفِ الْجُعْفِيُّ البُخَارِّي قال: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: الْوَلِيدُ بْنُ الْعَيْزَارِ أَخْبَرَنِي قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَمْرٍو الشَّيْبَانِيَّ يَقُولُ: حَدَّثَنَا صَاحِبُ هَذِهِ الدَّارِ، وَأَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى دَارِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ؟ قَالَ: «الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا» ، قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: «ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ»، قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: «ثُمَّ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» قَالَ: حَدَّثَنِي بِهِنَّ، وَلَوِ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِي.

[১] আমর ইবনু শাইবানি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আমাদের কাছে এই বাড়িওয়ালা বর্ণনা করেছেন, এটা বলে তিনি আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর বাড়ির দিকে ইশারা করলেন। ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলাম, (হে আল্লাহর রাসুল,) আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয় আমল কী? জবাবে তিনি বললেন, সময়মতো সালাত আদায় করা। আমি বললাম, তারপর কোনটি? জবাবে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ করা। আমি বললাম, তারপর কোনটি? তিনি বললেন, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা।

বর্ণনাকারী বলেন, তিনি আমাকে এইসব বিষয়ে বললেন। আমি যদি আরও জিজ্ঞাসা করতাম, তিনি অবশ্যই আমাকে আরও বলতেন।[২]

حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: رِضَا الرَّبِّ فِي رِضَا الْوَالِدِ، وَسَخَطُ الرَّبِّ فِي سَخَطِ الْوَالِدِ.

[২] আবদুল্লাহ ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, পিতা-মাতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহ তাআলা সন্তুষ্ট এবং পিতা-মাতার অসন্তুষ্টিতে আল্লাহ তাআলাও অসন্তুষ্ট।[৩]

মায়ের সাথে সদাচরণ

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ أَبَرُّ؟ قَالَ: «أُمَّكَ»، قُلْتُ: مَنْ أَبَرُّ؟ قَالَ: «أُمَّكَ»، قُلْتُ: مَنْ أَبَرُّ؟ قَالَ: «أُمَّكَ»، قُلْتُ: مَنْ أَبَرُّ؟ قَالَ: «أَبَاكَ، ثُمَّ الْأَقْرَبَ فَالْأَقْرَبَ».

[৩] হাকিম ইবনু হিজাম রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর পিতা-দাদা থেকে বর্ণনা করে বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসুল, ভালো ব্যবহার পাওয়ার বেশি অধিকারী কে? জবাবে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমার মা। আমি বললাম, তারপর কে? তিনি বললেন, তোমার মা। আমি বললাম, তারপর কে? তিনি বললেন, তোমার মা। আমি বললাম, তারপর কে? তিনি বললেন, তোমার বাবা। তারপর আত্মীয়-সম্পর্কের নৈকট্যের ভিত্তিতে উত্তম ব্যবহার পাওয়ার অধিকারী হবেন।[৪]

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنِّي خَطَبْتُ امْرَأَةً، فَأَبَتْ أَنْ تَنْكِحَنِي، وَخَطَبَهَا غَيْرِي، فَأَحَبَّتْ أَنْ تَنْكِحَهُ، فَغِرْتُ

[২]. সহিহুল বুখারি: ৫২৭; সহিহ মুসলিম: ১৩৯। হাদিসের মান: সহিহ।

[৩]. হাদিসের মান: মাওকুফ, হাসান। এই হাদিসটি মারফু সূত্রে সহিহ সনদে বর্ণিত হয়েছে। সুনানুত তিরমিজি: ১৮৯৯। তাহকিক: শাইখ আলবানি রাহিমাহুল্লাহ।

[৪] সুনানুত তিরমিজি : ১৮৯৭; সুনানু আবি দাউদ : ৫১৩৯। হাদিসের মান : হাসান। তাহকিক: শাইখ শুআইব আরনাউত ও শাইখ আলবানি রাহিমাহুমাল্লাহ। ইমাম তিরমিজি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, এই হাদিস হাসান। সনদে বাহয ইবনু হাকিম রাবিকে নিয়ে ইমাম শু'বা রাহিমাহুল্লাহ আপত্তি তুলেছেন; তবুও তিনি আহলে ইলমদের কাছে সিকাহ।